

সূরা আত তাওবাঃ রুকুঃ ৯ম আয়াত সংখ্যাঃ (৬৭-৭২)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُنْفِقُونَ وَ الْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَنكِرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ  
الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

৬৭. মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী একে অপরের অংশ, তারা অসৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং সৎকাজে নিষেধ করে, তারা তাদের হাতগুটিয়ে রাখে, তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছে, ফলে তিনিও তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন; মুনাফেকরা তো ফাসিক।

পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ: মুনাফিক পুরুষ ও নারীদের চিন্তা, আচরণ, স্বভাব ও লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তাদের মূল বৈশিষ্ট্য হলো তারা কুফরি ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহায়তা করে। মুনাফিকরা যে কসম খেয়ে মুসলিমদেরকে জানাত যে, ‘আমরা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত’ আল্লাহ পাক তাদের এই কথার খন্ডন করলেন যে, ঈমানদারদের সাথে এদের কি সম্পর্ক? অবশ্য এরা হল সবাই মুনাফিক, চাহে পুরুষ হোক অথবা মহিলা, তারা সকলে সমান। অর্থাৎ, কুফরী ও মুনাফিকীতে উভয়েই তুল্যমূল্য। পরবর্তীতে তাদের গুণ বর্ণনা করা হচ্ছে যা মুমিনদের গুণের সম্পূর্ণ উল্টো ও বিপরীত।

সৎকাজে বাধা ও অসৎকাজে উৎসাহ: তারা সমাজে পাপাচার, মন্দ কাজ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেয় এবং ভালো কাজ বা সৎকাজে বাধা প্রদান করে।

কৃপণতা: আল্লাহর রাস্তায় বা কল্যাণের কাজে তারা হাত গুটিয়ে থাকে অর্থাৎ কৃপণতা করে।

আল্লাহবিস্মৃতি: তারা আল্লাহ তাআলার বিধান ও স্মরণ থেকে দূরে থাকে, যার পরিণামে আখিরাতেও তারা আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হবে।

#### মুনাফিকীর পরিচয়

আভিধানিক অর্থে : আরবী ভাষায় ن (নূন), ف (ফা) ও ق (কাফ) বর্ণ তিনটি দ্বারা গঠিত শব্দের দু’ টি উচ্চারণ রয়েছে- نَفَقَ ও نَفَقَ তন্মধ্যে একটির অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, বিদূরিত হওয়া এবং অন্যটির অর্থ কোন জিনিস গোপন করা, উপেক্ষা করা। শব্দটি نَفَقَ থেকে নির্গত। এ শব্দটির অর্থ মাটির মধ্যস্থিত গর্ত বা সুড়ঙ্গ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকা যায়। মুনাফিককে এজন্য মুনাফিক বলা হয়েছে যে, মুনাফিক তার কুফরী বিশ্বাসকে মনের মাঝে লুকিয়ে রাখে। ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব ১০/৩৫৭; ইবনু ফারিস, মু ‘জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৪৫৫।

\*\* [বাংলা ভাষায় ‘মুনাফিক’ শব্দটির অর্থ কপট, ভন্ড, দ্বিমুখী নীতি বিশিষ্ট, শঠ, প্রবঞ্চক, সত্য গোপনকারী ইত্যাদি এবং মুনাফিকী অর্থ প্রতারণা, শঠতা, কপটচারণ, ভন্ডামি ইত্যাদি (বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা

অভিধান, পৃঃ ৯৯২)।-অনুবাদক] যদিও মুনাফিকীর বিষয়টি আরবী ভাষায় সুবিদিত। তবুও আরবরা শব্দটিকে কোন বিশেষ অর্থে নির্দিষ্ট করেনি।

১. বিশ্বাসগত মুনাফিকী (বড় মুনাফিকী) : যে মুনাফিক বাইরে নিজের ঈমান ও ইসলাম যাহির করে কিন্তু নিজের মনের মাঝে কুফরী লালন করে, সে আকীদাগত মুনাফিক। এ ধরনের মুনাফিক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছিল। এদেরই নিন্দায় কুরআন নাযিল হয়েছে এবং এদেরকে কুরআন কাফির বলেও ঘোষণা দিয়েছে। কুরআনের বার্তা অনুযায়ী এরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে বসবাস করবে। ইবনু রজব বলেছেন, আল্লাহ তা ‘আলা, তাঁর ফেরেশতা মন্ডলী, তাঁর গ্রন্থাবলী, তাঁর রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি ঈমানের কথা যে মুখে প্রকাশ করে কিন্তু এর সবগুলো কিংবা অংশবিশেষকে অন্তরে অবিশ্বাস করে সে বড় মুনাফিক। ইবনু রজব, জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১। ফকীহ বা মুসলিম আইনজ্ঞরা কখনো কখনো মুনাফিক এর স্থলে ‘যিনদীক’ শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, ‘এক শ্রেণীর যিনদীক আছে যারা বাহ্যিকভাবে ইসলাম ও রাসূলগণের অনুসরণের কথা প্রকাশ করে এবং মনের মাঝে কুফর, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে শত্রুতা লুকিয়ে রাখে। এরাই মূলতঃ মুনাফিক এবং এদেরই আবাসস্থল হবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে’ । ইবনুল কাইয়িম, তরীকুল হিজরাতায়ন, পৃঃ ৫৯৫।

## ২. আমল বা কর্মগত মুনাফিকী (ছোট মুনাফিকী) :

ধর্মীয় কাজগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে নিয়মমাফিক পালন না করা, তবে জনসমক্ষে সেগুলো যথাযথ পালন করার নাম আমল বা কর্মগত মুনাফিকী। এক্ষেত্রে কিন্তু আল্লাহর প্রতি ঈমান ও অন্যান্য আকীদা-বিশ্বাসে কোন ঘাটতি থাকবে না। ইবনু রজব বলেছেন, ছোট মুনাফিকী হ’ ল আমলে মুনাফিকী। যখন মানুষ প্রকাশ্যে নেক আমল করে কিন্তু অপ্রকাশ্যে তার উল্টো কাজ করে তখন তা ছোট মুনাফিকী বলে গণ্য হয়। জামিউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৪৩১।

আমলকেন্দ্রিক এই ছোট মুনাফিকী মূল ঈমান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও মুসলিমের মনে বাসা বাধতে পারে। যদিও সেটা কবীরা বা বড় গুনাহ। কিন্তু বড় মুনাফিকী সর্বতোভাবে ঈমানের পরিপন্থী। তা কোনভাবেই একজন মানুষের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমানের সাথে যুক্ত হ’ তে পারে না। তবে ছোট মুনাফিকী যখন অন্তরে শিকড় গেড়ে বসে এবং পূর্ণতা লাভ করে, তখন সময় বিশেষে তা ঐ মুনাফিককে বড় মুনাফিকীর দিকে ধাবিত করে এবং দ্বীন থেকে একেবারে খারিজ করে দেয়।

আমলগত মুনাফিক জাহান্নামের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে না। সে বরং অন্য সকল কবীরা গুনাহগারদের কাতারভুক্ত। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, আর চাইলে তার পাপের কারণে শাস্তি দিয়ে পরিশেষে জান্নাতের অধিবাসী করবেন।

## কুরআন ও সুন্নাহতে বর্ণিত মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র :

১. ব্যাধিগ্রস্ত মন : আল্লাহ তা ‘আলা ইরশাদ করেছেন-عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ‘এদের (মুনাফিকদের) মনের মধ্যে রয়েছে মারাত্মক ব্যাধি। অতঃপর প্রতারণার

কারণে) আল্লাহ তা ‘আলা এদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মিথ্যাবাদিতার কারণে তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি’ (বাক্বারাহ ২/১০)।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, ‘দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর খেয়াল-খুশির ব্যাধিগুলো তাদের মনে জেকে বসায় তা নষ্ট হয়ে গেছে। আর ভাল ইচ্ছেগুলোর উপর মন্দ ইচ্ছেগুলো জয়যুক্ত হওয়ায় তাদের মন-মানসিকতা কলুষিত হয়ে গেছে। আর তাদের এহেন নষ্ট অবস্থা তাদেরকে ধ্বংসের কিনারে নিক্ষেপ করেছে। ফলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকরাও এখন তাদের অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা করতে সক্ষম হচ্ছেন না। সেজন্যই আল্লাহ বলেছেন, তাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত। ফলে আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন’ । মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৯।

সমস্ত মুনাফিকের এটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা সবাই খারাপ কাজের ব্যাপারে আগ্রহী এবং ভাল কাজের প্রতি তাদের প্রচণ্ড অনীহা ও শত্রুতা। কোন ব্যক্তি খারাপ কাজ করতে চাইলে তারা তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তাকে পরামর্শ দেয়। তার মনে সাহস যোগায়। তাকে সাহায্য-সহায়তা দান করে। তার জন্য সুপারিশ পেশ করে। তার প্রশংসা করে। মোটকথা তার জন্য নিজেদের সব কিছুই তারা ওয়াকফ করে দেয়। মনেপ্রাণে তারা তার ঐ খারাপ কাজে শরীক হয়। অন্যদেরকে ও তাতে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে এরা তার সাহস বাড়াতে থাকে। তাদের প্রতিটি অঙ্গ ভঙ্গি ও নড়াচড়া থেকে একথা প্রকাশ হতে থাকে যে, এ অসৎ কাজটির বিস্তার ঘটলে তাদের হৃদয়ে কিছুটা প্রশান্তি অনুভূত হতে থাকে এবং তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়।

অন্যদিকে কোন ভাল কাজ হতে থাকলে তার খবর শুনে তারা মনে ব্যথা অনুভব করতে থাকে। একথার কল্পনা করতেই তাদের মন বিষিয়ে ওঠে। এ সম্পর্কিত কোন প্রস্তাবও তারা শুনতে পারে না। এর দিকে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখলে তারা অস্থির হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে সক্ষম নাহলে যাতে সে এ কাজে সফলকাম না হতে পারে এ জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। তাছাড়া ভাল কাজে অর্থ ব্যয় করার জন্য তাদের হাত কখনো এগিয়ে আসে না, এটাও তাদের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা কৃপণ হোক বা দানশীল সর্বাবস্থায় এটা দেখা যায়। তাদের অর্থ সিন্দুকে জমা থাকে, আর নয়তো হারাম পথে আসে হারাম পথে ব্যয় হয়। অসৎ কাজের ব্যাপারে তারা যেন নিজেদের যুগের কারুন (অর্থাৎ দেদার অর্থ ব্যয় করতে পারঙ্গম) সৎকাজের ব্যাপারে তারা চরম দরিদ্র।

‘হে মুসলিমগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ কর না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ক্রটি করে না- তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে ‘আমরা ঈমান এনেছি’ । পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয় তাহ’ লে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহ’ লে তাতে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর এবং

তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সে সমস্তই আল্লাহর আয়াতে রয়েছে’ (আলে ইমরান ৩/১১৮-১২০)।

মানুষকে আল্লাহর পথের পথিকদের জন্য ব্যয়ে বাধা দান:

তাদের এরূপ অভ্যাস সম্পর্কে আল্লাহ তা ‘আলা এরশাদ করেছেন,

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
-وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ-

‘এই মুনাফিকরা তো সেসব লোক, যারা (আনছারদের) বলে, আল্লাহর রাসূলের (মুহাজির) সাথীদের জন্য তোমরা কোন রকম অর্থ ব্যয় করো না। (তাহ’ লে আর্থিক সংকটের কারণে) তারা রাসূলের কাছ থেকে সরে পড়বে। অথচ আসমান ও যমীনের ধনভান্ডার সমূহ তো আল্লাহর। আসলে মুনাফিকরা কিছুই বুঝতে চায় না’ (মুনাফিকুন ৬৩/৭)।

যায়েদ বিন আরকাম (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম। সে যুদ্ধে আমি আব্দুল্লাহ বিন উবাই (মুনাফিকদের নেতা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটস্থ মক্কার মুহাজিরদের জন্য তোমরা মদীনাবাসীরা কিছুই খরচ করো না। দেখবে, অর্থকষ্টে পড়ে তারা তাঁর নিকট থেকে সরে পড়বে। মদীনায় ফিরে যেতে পারলে অবশ্যই আমরা সম্মানী লোকেরা সেখানে অবস্থিত ছোট লোকদের (অর্থাৎ মুহাজিরদের) বের করে দেব। আমি এ কথা আমার চাচা অথবা ওমর (রাঃ)-কে বললাম। তিনি কথাটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালেন। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালে আমি তাঁকে সব বললাম। তিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাই ও তার সাথীদের ডাকিয়ে আনলেন। তারা শপথ করে বলল, এমন কথা তারা বলেইনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন আমাকে মিথ্যুক এবং আব্দুল্লাহ বিন উবাইকে সত্যবাদী ভাবলেন। ফলে আমি যার পর নেই ব্যথিত হ’ লাম। মনোকষ্টে আমি ঘরে বসে থাকলাম। এ অবস্থা দেখে আমার চাচা আমাকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে মিথ্যুক মনে করেছেন এবং তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে কি তুমি মনে করলে? তখন আল্লাহ তা ‘আলা নাযিল করেন, إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ‘যখন মুনাফিকরা তোমার নিকট আসে...। এ সূরা নাযিলের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট লোক পাঠান। তিনি সূরা পড়ে শুনান এবং বলেন, إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا يَا ‘হে যায়েদ! আল্লাহ তোমাকে সত্যবাদী আখ্যা দিয়েছেন’

তাদের হাত গুটিয়ে রাখার অর্থ আল্লাহর পথে জিহাদ ও জনকল্যাণমূলক কাজে তারা অর্থ ব্যয় করে না।

তারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অর্থ তারা আল্লাহর যিকির করতে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন অর্থ- তাদেরকে ভুলে যাওয়া লোক যেমন আচরণ তাদের সাথে করে, তিনিও তাদের সাথে সেরূপ আচরণ করবেন। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন,

وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ‘আর বলা হবে, তোমরা যেমন এই দিনের সাক্ষাৎ লাভের কথা ভুলে গিয়েছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাদের ভুলে গিয়েছি’ (জাছিয়া ৪৫/৩৪)।

মুনাফিকরা পাপাচারী অর্থ তারা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত; বাতিল পথের অন্তর্ভুক্ত। তাফসীরুল কুরআনিল আযীম ৪/১৭৪।

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, **الْحَيَاءُ وَالْعِي شُعْبَتَانِ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْبِدْءُ** ‘লজ্জা ও স্বল্প ভাষণ ঈমানের দু’টি শাখা এবং কুরুচিপূর্ণ কথা ও বাচালতা মুনাফিকীর দু’টি শাখা’। তিরমিযী হা/২০২৭, হাকেম এটিকে ছহীহ বলেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটির শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, **الْعِي** ‘শব্দের অর্থ কম কথা বলা, স্বল্পভাষিতা বা মিতবাক হওয়া। **الْبِدْءُ** অর্থ কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল কথা বলা। আর **الْيَمَانُ** অর্থ বাচালতা। যেমন বক্তারা বক্তৃতাকালে বাগ্মিতা যাহির করার জন্য ব্যাপক কথা বলে, লোক বিশেষের তারা এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যা আল্লাহ পসন্দ করেন না।

ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে মুসলিম সমাজে মুনাফিকদের অবস্থান অর্থ-কড়ির মাঝে জাল মুদ্রার মত। বহু মানুষ জাল মুদ্রা সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় তা তাদের মাঝে অনায়াসে চলতে থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞ মুদ্রা পরখকারী তার মেকিত্ব ঠিকই ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা সমাজে কম। দ্বীনের জন্য মুনাফিক শ্রেণীর লোক অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর আর কেউ নেই। দ্বীনকে তারা ভেতর থেকে ধ্বংস করে দেয়। এ কারণে আল্লাহ তা ‘আলা কুরআন মাজীদে তাদের ভূমিকা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন; তাদের স্বভাব-চরিত্র ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন এবং তাদের আলোচনা বার বার করেছেন। কেননা মুনাফিকদের কারণে উম্মাতের উপর কঠিন চাপ সৃষ্টি হয়; উম্মাতের মাঝে তাদের অস্তিত্ব মানেই ঘরের শত্রু হিসাবে বড় বিপদ ডেকে আনা। তাদের চেনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য, যাতে তাদের মত আচরণ মুমিনদের থেকে না হয় এবং তাদের প্রতি কান লাগিয়ে রাখা হয়। তারা যে আল্লাহর পথের কত পথিককে সরল রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা তাদেরকে শয়তানের নিকৃষ্ট পথে নিয়ে গেছে। তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করেছে। কিন্তু তাদের সে প্রতিশ্রুতি আসলে ধোঁকাবাজি এবং তাদের অনুগ্রহ শুধুই দুর্ভোগ ও ধ্বংস।

**وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَ ٦٨ : ٩  
لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۚ وَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّؤِئِمٌّ**

৬৮. মুনাফেক পুরুষ, মুনাফেক নারী ও কাফেরদেরকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জাহান্নামের আগুনের, যেখানে তারা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদেরকে লা’নত করেছেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি;

পবিত্র কুরআন এবং হাদিসে মুনাফিকদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ (লানত) এবং তাদের জঘন্য পরিণতির বিষয়ে আরও বেশ কিছু স্পষ্ট রেফারেন্স ও দলিল রয়েছে। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, ‘লানত’ বা অভিশাপের অর্থ হলো আল্লাহর রহমত থেকে চিরতরে বঞ্চিত হওয়া। মুনাফিকরা ইসলামের ভেতরে থেকে ক্ষতি করে বলে তাদের প্রতি আল্লাহর এই ক্রোধ ও অভিশাপ কাফিরদের চেয়েও মারাত্মক।

নিচে গুরুত্বপূর্ণ কিছু রেফারেন্স তুলে ধরা হলো:

সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ৬:

আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে মুনাফিক ও মুশরিকদের ওপর তাঁর ক্রোধ ও অভিশাপের কথা উল্লেখ করে বলেন:"এবং তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেন, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে। মন্দ পরিণাম তাদেরই হোক! আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; আর তা কত নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল!" সূরা আল-ফাতহ, আয়াত ৬

:মদিনার মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা বলেন:"মুনাফিকরা, যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা এবং মদিনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করব... তারা অভিশপ্ত; যেখানেই তাদের পাওয়া যাবে, ধরা হবে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হবে।" সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৬০-৬১

যারা মুখে ইসলামের কথা বলে কিন্তু বাস্তবে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে:

"তবে কি তোমরা ক্ষমতা লাভ করলে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং তোমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে? এরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে বধির ও তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন।" সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ২২-২৩

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَ أَكْثَرَ أَمْوَالًا وَ أَوْلَادًا ۖ فَاسْتَمْتَعُوا ۖ ۝ ٦٩ : ৯  
بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَ خُضْتُمْ كَالَّذِي  
خَاضُوا ۖ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ۖ وَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(৬৯) (তোমরাও) তোমাদের পূর্ববর্তীদের মত, যারা শক্তি, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে ছিল তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী; ফলতঃ তারা নিজেদের (দ্বীনী) অংশ উপভোগ করেছে। অতঃপর তোমরাও তোমাদের (দ্বীনী) অংশ উপভোগ করেছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীগণ নিজেদের অংশ উপভোগ করেছে। আর তোমরাও সেইরূপ (অন্যায়) আলাপ-আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছে, যে রূপ তারা হয়েছিল। দুনিয়াতে ও আখেরাতে ওদের (নেক) কর্মসমূহ বিনষ্ট হয়ে গেছে, আর ওরাই হল ক্ষতিগ্রস্ত।

মুনাফিকদের সম্পর্কে আলোচনা প্রথম পুরুষে করতে করতে হঠাৎ এখানথেকে আবার তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা শুরু হয়েছে।

তোমাদের অবস্থাও কর্ম এবং পরিণামের দিক দিয়ে পূর্ববর্তী কাফেরদের মতই। এখন অদৃশ্যভাবে বলার পরিবর্তে মুনাফিকদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এ লোকগুলো সে রকম আযাবই পেয়েছে যে রকম আযাব তাদের পূর্ববর্তীরা পেয়েছে। অথচ তারা এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ও বেশী সম্পদ ও সন্তান সন্ততির অধিকারী ছিল। অতঃপর তারা ভোগ করেছে তাদের অংশ। হাসান বসরী বলেন, এখানে অংশ বলে দ্বীন বোঝানো হয়েছে। তারা তাদের দ্বীনের অংশ অনুসারে আমল করে চলেছে। যেমনিভাবে তোমরা তোমাদের দ্বীনের অংশ অনুসারে আমল করে চলছ। অনুরূপভাবে তোমরা মিথ্যা ও অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়ে পড়েছ যেমনি তারা মিথ্যা ও অসার আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। [ইবন কাসীর]

خُلَاقِ এর দ্বিতীয় অর্থ পার্থিব অংশও করা হয়েছে। অর্থাৎ, তোমাদের তকদীরে পার্থিব যতটা অংশ লিখে দেওয়া হয়েছিল তা উপভোগ করে নাও, যেমন তোমাদের পূর্বকার লোকেরা নিজেদের পার্থিব অংশ উপভোগ করে নিয়েছে। অতঃপর মৃত্যু অথবা আযাবের শিকার হয়েছিল।

--- আল্লাহর আয়াত এবং তাঁর পয়গম্বরদেরকে মিথ্যা জানার ব্যাপারে। অথবা দ্বিতীয় অর্থ হল যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও খেল-তামাশায় যেমন তারা মগ্ন ছিল, তোমাদের অবস্থাও ঠিক তাই। আয়াতে পূর্ববর্তী লোক বলতে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ইবনুল কাইয়েম বলেন, এর অর্থ তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে তোমরাও তা-ই করছ। আর তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে দ্বীনের মধ্যে না জেনে কথা বলেছে, তোমরাও তা বলছ। তোমাদের ও তাদের পথভ্রষ্টতার ধরণ একই। কারণ দ্বীন নষ্ট হয় দু' ভাবে।

কখনও বাতিল বিশ্বাস ও সে অনুসারে কথা বলার মাধ্যমে,

আবার কখনও সঠিক জ্ঞানের বাইরে চলে বাতিল আমল করার মাধ্যমে।

প্রথমটি হচ্ছে, বিদ' আত।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, খারাপ আমল।

প্রথমটি সন্দেহ থেকে আসে আর দ্বিতীয়টি আসে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে। বর্তমান যুগের ফাসেক লোকরাও পূর্ববর্তী লোকদের মতই এ দুটিতে লিপ্ত হয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। [ইগাসাতুল লাহফানঃ ২/১৬৬-১৬৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের নিয়মপদ্ধতি অনুসরণ করবে, প্রতি গজে গজে প্রতি হাতে হাতে তাদের অনুসরণ করবে। এমনকি যদি তারা 'দব' তথা ষাণ্ডার গর্তেও প্রবেশ করে থাকে তবে তোমরাও তাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদী ও নাসারা সম্প্রদায়? তিনি বললেন, তবে আর কারা? [বুখারী ৩৪৫৬]

أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عَادٍ وَ ثَمُودَ ۖ وَ قَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَ ۙ ۙ : ٩٥  
أَصْحَابِ مَدْيَنَ وَ الْمُؤْتَفِكَةَ ۖ أَتَنَّهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا  
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

৭০. তাদের পূর্ববর্তী নূহ, আদ ও সামূদের সম্প্রদায়, ইবরাহীমের সম্প্রদায় এবং মাদইয়ান ও বিধ্বস্ত নগরের অধিবাসীদের সংবাদ কি তাদের কাছে আসেনি? তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের রাসূলগণ এসেছিলেন। অতএব, আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর যুলুম করেন, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করছিল।

এখানে সেই ছয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে যাদের বাসস্থান ছিল শাম দেশে। এ দেশ আরব দেশের সন্নিহিতই অবস্থিত। আর তাদের কিছু কথা হতে পারে তারা তাদের বাপ-দাদাদের কাছ থেকে শুনেও ছিল। নূহ নবী (আঃ)-এর সম্প্রদায়; যাদেরকে তুফানে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল।

আ' দ সম্প্রদায়; যাদেরকে বল ও শক্তিতে প্রবল থাকা সত্ত্বেও প্রচন্ড ঝড় দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। সামূদ সম্প্রদায়; যাদেরকে এক আসমানী গর্জন দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায়; যাদের বাদশাহ নমরুদ বিন কিনআন বিন কূশকে মশা দ্বারা মারা হয়েছিল। মাদয়ানবাসী (শুআইব (আঃ)-এর সম্প্রদায়); যাদেরকে বিকট শব্দ ও ভূমিকম্প দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল।

মু' তাফিকাতবাসী (বিধ্বস্ত জনপদের অধিবাসী) লূত (আঃ)-এর সম্প্রদায়' যাদের জনপদের নাম ছিল 'সাদুম'। 'মু' তাফিকাত' এর অর্থ হল, উল্টো-পাল্টাকৃত। এদের উপরে প্রথমতঃ আসমান থেকে পাথর বর্ষণ করা হয়েছিল, আর দ্বিতীয়তঃ তাদের জনপদকে উল্টো-পাল্টা করে দেওয়া হয়েছিল। যার কারণে বস্তিটার উপরিভাগ নিম্নে এবং নিম্নভাগ উপরে হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই তাদেরকে 'আসহাবে মু' তাফিকাত' বলা হয়।

এ সকল সম্প্রদায়ের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন করে পয়গম্বর এসেছিলেন, কিন্তু তারা তাঁদের কথার গুরুত্ব দেয়নি। বরং মিথ্যাঙ্গান ও শত্রুতার পথ অবলম্বন করেছিল। যার পরিণামে আল্লাহর আযাব এসেছিল।

এই আযাব ছিল তাদের যুলুম, অত্যাচার ও সীমালংঘনে অবিচল থাকার পরিণাম। এমনি অকারণে কেউ আল্লাহর আযাবের শিকার হয়নি। তাদের সাথে আল্লাহর কোন শত্রুতা ছিল এবং তিনি তাদেরকে ধ্বংস করতে চাচ্ছিলেন বলে তারা ধ্বংস হয়নি। বরং প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেরাই এমন ধরনের জীবন যাপন প্রণালী পছন্দ করে নিয়েছিল যা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহ তাদের চিন্তা-ভাবনা করারও সামলে নেবার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। তাদেরকে উপদেশ দেবার ও পরিচালনা করার জন্য রসূল পাঠিয়েছিলেন। রসূলদের মাধ্যমে ভুল পথে অবলম্বন করার অনিষ্টকর ফলাফল সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং কোন প্রকার রাখ ঢাক না করে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তাদেরকে সাফল্য ও ধ্বংসের পথ বাতলে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন তারা অবস্থার সংশোধনের কোন একটি সুযোগেরও সদ্ব্যবহার করলো না এবং ধ্বংসের পথে চলার ওপর অবিচল থাকলো তখন তাদের অনিবার্য পরিণতির সম্মুখীন হতেই হলো। তাদের ওপর এ জুলুম আল্লাহ করেননি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর জুলুম করেছিল

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  
يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

৭১. আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু, তারা সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে; তারাই, যাদেরকে আল্লাহ্ অচিরেই দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিন নর-নারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের গুণাবলি এবং তাদের জন্য নির্ধারিত প্রতিদান বা রহমতের কথা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

আয়াতের মূল শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:

পারস্পরিক সম্পর্ক: মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, সাহায্যকারী ও অভিভাবক।

উক্ত আয়াতে **بَعْضُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ** “মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু” এর ব্যাখ্যায়

● তাফসিরে ত্ববারিতে বলা হয়েছে,

إِنْ صَفْتَهُمْ: أَنْ بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ وَأَعْوَانُهُمْ

“তাদের বৈশিষ্ট্য হল, তারা একে অপরের সাহায্য ও সহযোগিতাকারী।”

● ইমাম ইবনে কাসির রাহ. বলেন,

يَتَنَاصَرُونَ وَيَتَعَاوَدُونَ

“তারা একে অপরের সমর্থন ও সহযোগিতা করবে।” যেমন: হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَتَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

“একজন মুমিন ব্যক্তি অন্য মুমিনের জন্য একটি সুদৃঢ় বিল্ডিং-এর মত, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।” [সহিহ বুখারি],

তিনি আরো বলেছেন, “পরস্পর সম্প্রীতি ও দয়া-দাক্ষিণ্যে মু’ মিনদের উপমা হল একটি দেহের মত, যখন তার কোন এক অঙ্গ কষ্ট পায়, তখন তার সারা দেহ জ্বর ও ব্যথায় প্রভাবিত হয়ে থাকে। (বুখারীঃ আদব অধ্যায়, মুসলিম) বুখারী: ৬০১১; মুসলিম: ২৫৮৬]

আত্মিক ও সামাজিক ঐক্য: এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নারী ও পুরুষ সমাজ গঠনে এবং সৎকাজে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে।

সম্পর্কের মূল ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য-----

দায়িত্বের অংশীদারিত্ব: সৎ কাজের প্রচার এবং অসৎ কাজের প্রতিরোধে মুমিন নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমান সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে।

ইবাদত ও আনুগত্য: তারা উভয়েই আল্লাহর হুকুম পালন, সালাত, সাওম, পর্দা ও জাকাত প্রতিষ্ঠায় একে অপরকে সহযোগিতা করে।

মর্যাদা ও সমতা: আল্লাহর কাছে ঈমান ও আমলের দিক থেকে নারী ও পুরুষ উভয়েরই পরকালীন প্রতিদান ও ক্ষমা পাওয়ার সমান সুযোগ রয়েছে (যেমন: সূরা আল-আহজাবের ৩৫ নম্বর আয়াতে বর্ণিত হয়েছে)

#### পারস্পরিক মেলামেশার শিষ্টাচার

পর্দা ও শালীনতা: ইসলামে নন-মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ বৈধ) মুমিন পুরুষ ও নারীর পারস্পরিক সম্পর্কে শালীনতা বজায় রাখার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। দৃষ্টি অবনত রাখা, অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা ও কোমল কণ্ঠে কথা বলা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে।

মর্যাদা রক্ষা: একে অপরের সম্মান রক্ষা করা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা ফিতনা থেকে দূরে থাকার জন্য মুমিনদের সতর্ক থাকতে হয়।

সংক্ষেপে, মুমিন নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হলো ঈমানি ভাই-বোনের মতো, যেখানে প্রতিযোগিতায় নয়, বরং নেক কাজ ও কল্যাণের পথে রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সুদৃঢ় সৌহার্দ্য।

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ: তারা সমাজে সর্বদা ভালো কাজের প্রচার ও প্রসার করে এবং অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে।

ঈমানদারদের দ্বিতীয় বিশেষ গুণ। مَعْرُوف (সৎ) সেই কাজকে বলা হয়, যাকে শরীয়ত নেক ও ভাল বলে চিহ্নিত করেছে। আর مُنْكَر (অসৎ) সেই কাজকে বলা হয়, যাকে শরীয়ত মন্দ ও খারাপ বলে আখ্যায়িত করেছে। সেই কাজ সৎ বা অসৎ নয়, যা লোকেরা নিজেদের খেয়াল-খুশী মত ভাল বা মন্দ বলে থাকে।

ইবাদত ও আনুগত্য: তারা নিয়মিত সালাত কয়েম করে, যথাযথভাবে যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) পূর্ণ আনুগত্য করে জীবন পরিচালনা করে।

মহান আল্লাহর অনুগ্রহ: যারা এই গুণগুলোর অধিকারী, আল্লাহ তাআলা তাদের ওপর অচিরেই বিশেষ রহমত বা দয়া বর্ষণ করবেন।

আল্লাহর গুণাবলি: আল্লাহ সর্বশক্তিমান (পরাক্রমশালী) এবং সর্বজ্ঞ বা প্রজ্ঞাময়।

মুনাফিকরা যেমন একটি জাতি বা দল তেমনি মু' মিনরাও একটি স্বতন্ত্র দল। যদিও উভয় দলই প্রকাশ্যে ঈমানের স্বীকৃতি দেয়া এবং বাহ্যত ইসলামের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে সমানভাবে অংশ নেয়। কিন্তু তবুও উভয়ের স্বভাব-প্রকৃতি, আচর, আচরণ, অভ্যাস, চিন্তা-পদ্ধতি ও কর্মধারা পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেখানে কেবল মুখে ঈমানের দাবী কিন্তু অন্তরে সত্যিকার ঈমানের ছিঁটেফোটা ও নেই সেখানে জীবনের সমগ্র কর্মকাণ্ড তার প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে ঈমানের দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। বাইরে লেবেল আটা রয়েছে, মিশক(মুগনাভি) বলে। কিন্তু লেবেলের নীচে যা কিছু আছে তা অন্যদিকে ঈমান যেখানে তার মূল তাৎপর্য সহকারে বিরাজিত সেখানে মিশক, তার নিজের চেহারা আকৃতিতে নিজের খোশবু-সুরভিতে এবং নিজের বৈশিষ্ট্য-গুণাবলীতে সব ব্যাপারেই ও সব পরীক্ষাতেই নিজের মিশক, হবার কথা সাড়ম্বরে প্রকাশ করে যাচ্ছে।

ইসলাম ও ঈমানদের পরিচিত নামই বাহ্যত উভয় দলকে এক উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে। নয়তো আসলে মুনাফিক মুসলমানের নৈতিক বৃত্তি ও স্বভাব প্রকৃতি সত্যিকার ও সাদ্কা ঈমানদার মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এ কারণে মুনাফিকী স্বভাবের অধিকারী পুরুষ ও নারীরা একটা পৃথক দলে পরিণত হয়ে গেছে। আল্লাহ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়া, অসৎ কাজে আগ্রহী হওয়া, নেকীর কাছ থেকে দূরে থাকা এবং সৎকাজের সাথে অসহযোগিতা করার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুথিবদ্ধ করেছে এবং মু' মিনদের সাথে কার্যত সম্পর্কহীন করে দিয়েছে।

অন্যদিকে সাদ্কা মু' মিন পুরুষ ও নারীরা একটি পৃথক দলে পরিণত হয়েছে। তাদের প্রত্যেক ব্যক্তির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা নেকীর কাজে আগ্রহী এবং গুনাহের কাজের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। আল্লাহর স্মরণ তাদের জীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার জন্য তাদের অন্তর ও হাত সারাক্ষণ উন্মুক্ত থাকে। আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য তাদের জীবনাচরণের অন্তর্ভুক্ত। এ সাধারণ নৈতিক বৃত্তি ও জীবন যাপন পদ্ধতি তাদেরকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং মুনাফিকদের দল থেকে আলাদা করে দিয়েছে।

“নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও সিয়াম পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের হেফাজতকারী নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী—তাদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান।” সূরা আল-আহযাব (৩৩:৩৫)

সৎ কাজের জন্য নারী ও পুরুষের সমঅধিকার“যে ব্যক্তি মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে অবশ্যই এক পবিত্র ও আনন্দময় জীবন দান করব এবং তারা যে উত্তম কাজ করত, তার জন্য আমি তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেব।” সূরা আন-নাহল (১৬:৯৭)

নিচের অংশের লেখাঃ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!)

তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই এমন কাজ থেকে দূরে থাকবে যাতে আল্লাহর নাফরমানি সংঘটিত হয় বা যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। যেমন: কোন মুমিন নারী পর পুরুষের সাথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না, একান্ত প্রয়োজনে কথা বললেও নারীর জন্য আবশ্যিক হল, কোমল কণ্ঠ পরিহার করা। [সূরা নূর: ৩০] কোনও নন মাহরাম পুরুষের সাথে লোকচক্ষুর আড়ালে যাবে না এবং ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সম্ভাবনার পথ বন্ধ করবে। দীনের নামে নন মাহরাম ব্যক্তির সাথে গল্প করা, হাসি-মজাক করা, আড্ডাবাজি করা, ভিডিও কল করা বা চ্যাটিং করা, ছবি লেনদেন করা ইত্যাদি সব হারাম। কেননা, তা উভয়ের জন্য মহা ফিতনার কারণ। হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,

مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةٌ أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

“আমি আমার পর লোকদের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়েও ক্ষতিকর আর কোন ফিতনা রেখে যাইনি।” [বুখারি ও মুসলিম] অন্য হাদিসে এসেছে,

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ

“অতএব তোমরা দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচ এবং নারীর (ফিতনা থেকে) বাঁচ। কারণ, বানী ইসরাইলের সর্বপ্রথম ফিতনা নারীকে কেন্দ্র করেই হয়েছিল।” [সহিহ মুসলিম]

মোটকথা, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে ফিতনা থেকে সর্বোচ্চ দূরত্ব বজায় রেখে ইসলামি শরিয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে তাদের সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী পারস্পারিক সহযোগিতার মনোভাব রেখে ইসলামের সুমহান বার্তাকে নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবে, ইসলামি অনুশাসন সকলেই দাওয়াহ ইলাল্লাহর-এর কাজ করবে, সালাত কায়েম করবে, জাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য মূলক কাজ করবে।

এভাবে যদি মুসলিম জাতি তাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত করবেন এবং দুনিয়ায় সাফল্য ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করার পাশাপাশি আখিরাতে দান করবেন অব্যাহত সাফল্য ও মুক্তির নিশ্চয়তা। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

উপরোক্ত আয়াতের অর্থ হল, মুসলিম উম্মাহর নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত মুমিনগণ এক দেহসত্তার মত। তারা সকলেই একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী। সকলের দায়িত্ব হল, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা, সালাত আদায় করা, যাকাত দেয়া এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করা।

সুতরাং মুমিন নারী-পুরুষ সকলেই আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে থেকে পারস্পারিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা মূলক মনোভাব নিয়ে সৎকাজ করবে, অসৎকাজে বাধা দিবে, আল্লাহর পথে দাওয়াত দিবে এবং সালাত, সউম, যাকাত ইত্যাদি নেক কর্ম সম্পাদন করবে।

দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে- নারীরা নারীদের মাঝে এবং তার পরিবার ও মাহরাম পুরুষদের মাঝে দাওয়াহ এর কাজ করবে। সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। অনুরূপভাবে এই দাওয়াহকে যতদূর সম্ভব দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবে। বর্তমান আধুনিক যুগে ঘরে বসেই অনেক বড় বড় দাওয়াহ এর কাজ আঞ্জাম দেয়া সম্ভব। যেমনঃ যোগ্যতা থাকলে বই লিখে প্রকাশ করা, ওয়েব সাইট, ফেসবুক পেজ, ব্লগ ইত্যাদিতে লেখা/আর্টিকেল প্রকাশ করা, আলেমদের লেখা বই নিজ খরচে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। সব কিছুই করবে ইসলামের সীমারেখার মধ্য থেকে।

আর অবশ্যই এমন কাজ থেকে দূরে থাকবে যাতে আল্লাহর নাফরমানী সংঘটিত হয় বা যা পাপাচারের দিকে ধাবিত করে। কোন মুমিন নারী পর পুরুষের সাথে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলবে না, প্রয়োজনে কথা বললে নরম কণ্ঠ পরিহার করবে, কোনও নন মাহরাম পুরুষের সাথে লোকচক্ষুর আড়ালে যাবে না এবং ফিতনা সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সম্ভাবনার পথ বন্ধ করবে।

তদ্রূপভাবে পুরুষগণও তাদের সাধ্য ও যোগ্যতা অনুযায়ী ইসলামের সুমহান বার্তাকে নিজ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিবে

মোটকথা, ইসলামী অনুশাসন মেনে নারী-পুরুষ সকলেই দাওয়াহ ইলাল্লাহর এর কাজ করবে, সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহর আনুগত্য মূলক কাজ করবে।

এভাবে যদি মুসলিম জাতি তাদের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের বারিধারায় সিক্ত করবেন এবং দুনিয়ায় সাফল্য ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করার পাশাপাশি আখিরাতে দান করবেন অব্যাহত সাফল্য ও মুক্তির নিশ্চয়তা। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

লেখাঃ আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল (আল্লাহ্ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন!)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ ۙ : ٩٢  
طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ۖ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

৭২. আল্লাহ্ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের—যার নিচে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আরও (ওয়াদা দিচ্ছেন) স্থায়ী জান্নাতসমূহে উত্তম বাসস্থানের। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটাই মহাসাফল্য।

জান্নাতের বর্ণনা বিভিন্ন হাদীসেও এসেছে। এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতীরা জান্নাতের কামরাগুলোকে এমনভাবে দেখবে যেমন তোমরা আকাশে তারকা দেখতে পাও” ।

[বুখারী: ৬৫৫৫]

অন্য হাদীসে এসেছে, ‘জান্নাতে এমন কিছু কক্ষ আছে যে কক্ষের ভেতর থেকে বাইরের অংশ দেখা যায় আর বাইরে থেকে ভেতরের অংশ দেখা যায়। আল্লাহ তা’আলা এগুলো তো তাদের জন্য তৈরী করেছেন, যারা অপরকে খাদ্য খাওয়ায়, নম্রভাবে কথা বলে, নিয়মিত সাওম পালন করে এবং যখন মানুষ ঘুমন্ত, তখন সালাত আদায় করে। [মুসনাদ আহমাদ: ৫/৩৪৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, “জান্নাতের প্রাসাদের এক ইট হবে রৌপ্যের, আরেক ইট হবে স্বর্ণের। ...”। [মুসনাদ আহমাদ: ২/৩০৪]

অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “মুমিন ব্যক্তির জন্য জান্নাতে একটি তাবু থাকবে, যা হবে মাত্র একটি ফাঁপা মুক্তা, আর যার উচ্চতা হবে ষাট মাইল। মুমিন ব্যক্তির জন্য তাতে পরিবার-পরিজন থাকবে, সে তাদের কাছে ঘুরে বেড়াবে, কিন্তু তাদের একজন আরেকজনকে দেখতে পাবে না।”

[বুখারী: ৪৮৭৯, মুসলিম: ২৮৩৪]

আর আরশের অধিক নিকটবর্তী, জান্নাতের সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন স্থানের নাম ওয়াসীলা। এটাই জান্নাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসস্থান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যদি তোমরা মুয়াযযিনের আযান শোন, তবে সে আযানের জবাব দাও। অতঃপর আমার উপর সালাত পাঠ কর। কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার সালাত পাঠ করে, আল্লাহ তা’আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার সালাত পাঠ করেন। তারপর আমার জন্য তোমরা ‘ওয়াসীলা’ র প্রার্থনা কর। আর ওয়াসীলা হল জান্নাতের এমন এক মর্যাদাসম্পন্ন স্থান, যা কেবলমাত্র একজন বান্দা ছাড়া আর কারও উপযুক্ত নয়। আর আমি আশা করি, আমি-ই সে বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলার প্রার্থনা করবে, সে কেয়ামতের দিন আমার শাফা’ আত পাবে। [মুসলিম: ১৩৮৪]

আযানের পর এই দু'আটি পাঠ করতে হবে:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ النَّائِمَةِ ، وَالصَّلَاةُ الْفَائِمَةُ ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا >  
الَّذِي وَعَدْتُهُ

(আল্লাহুমা রাক্বা হাযিহিদ্দাওয়াতিত্ তা-ম্মাতি, ওয়াস সালাতিল কাইমাতি, আতি মুহাম্মাদানালা অসীলাতা ওয়াল ফাযীলাহু, ওয়াব আছল্ মাক্বামাম্ মাহমূদানাল্লাযী ওয়াদতাহু)।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এই দু'আ পাঠ করবে, তার জন্য কিয়ামত দিবসে আমার শাফাআত আবশ্যক হয়ে যাবে। — আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব, হাদিস ২৫৩ (সহীহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহ তা’আলা জান্নাতবাসীদেরকে বলবে, হে জান্নাতবাসীরা! তখন তারা বলবে, হে রব! আমরা হাজির, আমরা হাজির, আর সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন তিনি বলবেন, ‘তোমরা কি সন্তুষ্ট? তখন তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না, অথচ আপনি আমাদেরকে এমন কিছু দিয়েছেন, যা আপনার কোন সৃষ্টিকেই দেন নি? তখন তিনি বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়ে উত্তম কিছু দেব না? তারা বলবে, এর চেয়েও উত্তম কী হতে পারে? তখন তিনি বলবেন, আমি আমার সন্তুষ্টি তোমাদের উপর অবতরণ করাব; এরপর আর কখনো তোমাদের উপর অসন্তুষ্ট হব না।” [বুখারী: ৬৫৪৯, মুসলিম: ২৮২৯]